ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে সুস্থতা প্রাপ্তদের দিনব্যাপী পুনর্মিলনী

পুনর্মিলনী বা গেট টুগেদার শুনলেই মনে আসে মিলন মেলার কথা। এরকমই একটি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হলো গত ২৭ মার্চ ২০১২ তারিখে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও তাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রের রিকভারী, তাদের পরিবার ও ট্রিটমেন্ট প্রফেশনালদের নিয়ে মিলন মেলা ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রায় তিনশত অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রথমে আমিকের সহকারী পরিচালক, জনাব ইকবাল মাসুদ উপস্থিত রিকভারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, মাদক নির্ভরশীলতা চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু চিকিৎসা পরবর্তীতে ফলোআপের ফলে এই রিকভারীর হার দ্বিগুন হতে পারে। এ প্রেক্ষিতেই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ফলো-আপ প্রোগ্রাম চালু করেছে। এরই অংশ হিসেবে গত বছর থেকে রিকভারীদের গেট- টুগেদার শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অভিভাবক জনাব হাসান জাহিদ বলেন, আমাদের অনেকের ধারণা মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিরা সহজে মাদক থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। চিকিৎসার পরবর্তীতে তারা আবার মাদকনির্ভর হয়ে পড়ে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আমি এখন আশাবাদী। উপস্থিত অনেক অভিভাবকই এরপর নিশ্চয়ই আমার মতো আশাবাদী হবেন।

আগত রিকভারীদের দশজনকে "রিকভারী মোমেনটো" ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সেইসাথে অনুষ্ঠানে আগত অন্যান্যদের গেট-টুগেদার মনোগ্রামযুক্ত মগ প্রদান করা হয়।

দেশের সকল রেঁস্তোরা শীঘ্রই ধুমপান মুক্ত করা হবে

দেশের সকল রেঁস্তোরা শীঘ্রই ধূমপান মুক্ত করা হবে। কারণ রেস্টুরেন্ট থেকে ২৭.৬% লোক পরোক্ষভাবে ধুমপানের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রয়োজনে বর্তমান ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে পাবলিক প্লেস হিসেবে রেস্টুরেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিড্স এর আর্থিক সহযোগিতায় ধানমন্ডিস্থ মিশন ভবন অডিটোরিয়ামে ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট ওনার্স এসোসিয়েশনের সদস্যদের সাথে তামাক বিরোধী এক যৌথ মতবিনিময় সভায় বক্তারা একথা বলেন।

বক্তারা আরো বলেন, তামাকে প্রায় ৭০০০ রাসায়নিক দ্রব্য আছে, যার মধ্যে ৬৯টি সরাসরি ক্যান্সারের জন্য দায়ী। বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে হোটেল রেস্টুরেন্টগুলো ধূমপান মুক্ত করা হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টগুলোকেও ধূমপানমুক্ত করা জরুরি।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী রফিকুল আলম। সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব কমর উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট ওনার্স এসোসিয়েশনের মহাসচিব জনাব এম রেজাউল করিম সরকার।

ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিকস কন্ট্রোল বোর্ড (আইএনসিবি) প্রতিনিধির- আমিক মধুমিতা প্রকল্প পরিদর্শন

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

সম্পাদকীয়

মাদকের ব্যবহার বর্তমান শতাব্দীর এক ভয়াবহ অভিশাপ বলে গণ্য করা যেতে পারে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে মাদক গ্রহণের অভ্যাস প্রচলিত ছিল এবং এখনো তা বিদ্যামান। তবে আজকাল বাজারে নানা ধরনের মাদকদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে। তাই এর ব্যবহার অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এখন মাদকদ্রব্যের ব্যবহার কোনো নির্দিষ্ট বয়স বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সকল বয়স এবং পেশার মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের অবস্থান আফিম ও আফিম জাতীয় নেশা দ্রব্যের সর্ববৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির অতি নিকটে ফলে আমাদের দেশে সহজে মাদক পাচার হয়ে আসছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের মাদক পাওয়া যায়, যা ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন। সম্প্রতি ইয়াবার ব্যবহার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইয়াবা মেথামফিটামিন নামক স্নায়ু উত্তেজক মাদকদ্রব্যের সংগে মরফিন কিংবা সিডেটিভ বা ট্রাংকুইলাইজার জাতীয় মাদকের মিশ্রণে তৈরি ককটেল জাতীয় ট্যাবলেট।

ইয়াবা সেবনে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলেও এর প্রভাব শেষ হওয়ার পরে ব্যবহারকারী চরম শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, হতাশা, নৈরাজ্য ও বিষাদে পতিত হয়। এ অবস্থায় ব্যবহারকারী আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলতে পারে। ক্রমাগত এটি ব্যবহারে স্মৃতিভ্রষ্টতা ও মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশে যে ইয়াবা পাওয়া যায় তা মূলতঃ মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও চীন থেকে চোরাচালান হয়ে আসে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রিপোর্টিং থেকে জানা যায় মিয়ানমার থেকে টেকনাফ-কক্সবাজার হয়ে প্রতিমাসে অন্তত অর্ধশত কোটি টাকার ইয়াবা চালান আসছে চট্টগ্রামে। একসময় চট্টগ্রামে ফেনসিডিলের বাণিজ্যই ছিল সবচেয়ে জমজমাট। এখন তার স্থান দখল করে নিয়েছে ইয়াবা ট্যাবলেট। কক্সবাজার, টেকনাফ হয়ে চট্টগ্রাম আসার পর চট্টগ্রাম থেকে সরবরাহ করা হয় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে।

দেশের স্কুল-কলেজ পড়ুয়া তরুণ-তরুণীরা ইয়াবার সবচেয়ে বেশি গ্রাহক। তারা অনেক ভুল ধারণা থেকে ইয়াবা গ্রহণ করে থাকে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্রিয়তার পাশাপশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এবিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্যক্রম গ্রহণ অতি জরুরি।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা
৩য় বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ জানুয়ারি-মার্চ ২০১২

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
এ.কে. এম. আনিসুজ্জামান, শেখর ব্যানার্জি, মাহ্‌ফিদা দীনা রুবাইয়া, জাহিদ ইকবাল, সাইফুল আলম কাজল, নূর শাহানা

উন্নয়ন ও গ্রন্থনা
লুৎফুন নাহার তিথি

গ্রাফিক্স ডিজাইন
সেকান্দার আলী খান

১ম পৃষ্ঠার পর ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিকস কন্ট্রোল..

মাদক দ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার, উৎপাদন ও বিপনন নিয়ন্ত্রণের জন্যে গঠিত আন্তজার্তিক সংস্থা- ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিকস কন্ট্রোল বোর্ড (আইএনসিবি) এর দু'জন কর্মকর্তা Professor Sri Suryawati এবং Mr. Matthew Nice গত ১৮ জানুয়ারি ২০১২ আমিক-মধুমিতা প্রকল্প, চানখারপুল সেন্টার পরিদর্শন করেন।

মধুমিতা প্রকল্পের টীম লীডার জনাব ইকবাল মাসুদ আগত অতিথিদের সামনে আমিক ও মধুমিতার কার্যক্রমের অর্জন ও অগ্রগতি তুলে ধরেন। সফরকারীগণ সেন্টারে চিকিৎসারত মাদকসেবীদের সাথে কথোপকথন করেন এবং আমিক মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের অধীনে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে তাদের এই সফরসূচি চূড়ান্ত হয়।

জরুরি সেবা দিবে ফ্লাইং স্কোয়াড টীম

আমিক-মধুমিতা প্রকল্প, ঢাকা সেন্টারের উদ্যোগে মাদকাসক্ত ও তার পরিবারের জন্য জরুরি সেবা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ফ্লাইং স্কোয়াড টীম গঠন করা হয়েছে। দিনরাত ২৪ ঘন্টা খোলা একটি মোবাইল নম্বরে ফোন করে (০১৭৬৮-৫১৭২৭০) যে কোনো মাদকসেবী বা পরিবারের সদস্যরা জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, কাউন্সেলিং, নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইনি অধিকার এর ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহায়তা পেতে পারেন। নিয়মিত মাদকসেবীদের নিয়ে কর্মরত সংগঠন "প্রচেষ্টা"-এর সদস্য ও মধুমিতা প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। উক্ত ফ্লাইং স্কোয়াড তার কার্যক্রমে সহায়তার জন্যে আইনজীবি, সাংবাদিক এবং অন্যান্য সমমনা এনজিওদের সহায়তা নিয়ে কাজ করবেন যাতে প্রকল্পভুক্ত জনগোষ্ঠী সমন্বিত সেবা পেতে পারেন।

কারেন্ট ড্রাগ ইউজার নেটওয়ার্ক-এর সাথে মিটিং

ইউএসএইড এর অর্থায়নে এফএইচআই ৩৬০-এর সহযোগিতায় 'ক্রিয়া' এবং 'আপন' এর যৌথ উদ্যোগে প্রচেষ্টার সাথে একটি আলোচনা সভা ও একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান দুটি যথাক্রমে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান দুটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মধুমিতা প্রকল্প, চাঁনখারপুল সেন্টারে আয়োজন করা হয় । প্রচেষ্টার সাথে এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- প্রকল্পের সেবার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীকে দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবার আওতায় এনে তাদেরকে এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং মাদকমুক্ত জীবন যাপনের মাধ্যমে সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা।

ওরিয়েন্টেশন এর শুরুতেই প্রচেষ্টার কোষাধ্যক্ষ জনাব জামিল হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং তিনি এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মধুমিতা প্রকল্পকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, কাউন্সেলিং ও পরামর্শ এবং আইনি সহায়তার জন্য একটি ফ্লাইং স্কোয়াড টীম গঠন করা হয়। সমাপনী বক্তব্যে প্রচেষ্টার সভাপতি জনাব দ্বীন মোহাম্মদ এই কর্মকান্ডে প্রচেষ্টার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ময়মনসিংহ সেন্টারের ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের আমিক ময়মনসিংহ কেন্দ্রের রিকভারী ক্লায়েন্ট সুমনের বাসায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব হেনা আক্তার। মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন পরিবারের সর্বমোট ১৭ জন সদস্য। উক্ত সভা পরিচালনায় ছিলেন জনাব আব্দুল মান্নান, কমিউনিটি কাউন্সেলর, আমিক মধুমিতা প্রকল্প ময়মনসিংহ কেন্দ্র। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সেলর জনাব সাহারা খাতুন। এই কমিটির মুল লক্ষ্য হচ্ছে শেয়ারিং এর মাধ্যমে পারস্পারিক সম্পর্ক আরো সৌহার্দপূর্ণ করা।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে মতবিনিময় সভা

আমিক-মধুমিতা প্রকল্প গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ কায়েৎটুলি পুলিশ ফাঁড়িতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় সর্বমোট ২৯ জন অংশ গ্রহণ করে। সভার শুরুতেই কেন্দ্রের কাউন্সিলর জনাব নিলুফার ইয়াসমিন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে মধুমিতা প্রকল্পের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেইসাথে এই কার্যক্রমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তার আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে জনাব হারুন-অর রশিদ বলেন, মধুমিতা প্রকল্পের মাধ্যমে এইচআইচআইভি এইডস প্রতিরোধের যে কার্যক্রম চলছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী। তিনি আরো বলেন, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মতো সমাজের সকল স্তরের জনগোষ্ঠীকে মাদক ও এইচআইভি প্রতিরোধে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের পিএফটি মিটিং

এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রম এবং মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য মধুমিতা প্রকল্প এলাকায় একটি প্রজেক্ট ফ্যাসিলিটেশন টীম (পিএফটি) কাজ করে থাকে। এই কাজটি করা হয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের প্রকল্প কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, আমিক-মধুমিতা প্রকল্প, চানখারপুল কেন্দ্রে পিএফটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। পিএফটির পক্ষ থেকে এলাকায় একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজনের আহবান জানানো হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আমিক মধুমিতা প্রকল্পের পিএফটি কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি জনাব হাজী মোঃ শহিদ মিয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রতিনিধি, পুলিশ কর্মকর্তা, শিক্ষক ও ঈমামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

একই ভাবে- "মধুমিতা" প্রকল্প ময়মনসিংহ কেন্দ্রের আয়োজনে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ পিএফটি মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ১৫ নং ওয়ার্ড কমিশনার জনাব আল্‌হাজ মাহাবুব আলম।

সহযোগী এনজিওদের সাথে আমিক মধুমিতা প্রকল্পের ত্রৈমাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত

আমিক-মধুমিতা, চানখারপুল সেন্টারের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে গত ১০ মার্চ ২০১২ মধুমিতা অফিসে ত্রৈমাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং-এ ব্রাক, সিডবি, উএফডি, মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ, কেয়ার বাংলাদেশ, অপরাজেয় বাংলাদেশ, মসজিদ কাউন্সিল বাংলাদেশ, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট (খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা),বন্ধু এবং নারী মৈত্রীর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সেন্টার ম্যানেজার জনাব মোশাররফ হোসেন সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মিটিং-এর কার্যক্রম শুরু করেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপক শেখর ব্যানার্জী মধুমিতা ঢাকা সেন্টারের গত অর্ধবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরেন। বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা পারস্পারিক রেফারেল সার্ভিস বৃদ্ধির মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সমন্বিত সেবা দেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসহ তাদের আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য ব্র্যাক ও বন্ধুর সাথে আমিক মধুমিতা প্রকল্প কীভাবে একসাথে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হয়।

সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

আমিক মধুমিতা প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মাদকসেবী বিশেষ করে যারা সুঁই এর মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করছে তাদেরকে নিয়ে কাজ করে আসছে। এ কাজকে গতিশীল ও কার্যকরী করার জন্য সমাজের অন্যান্য মানুষের পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারীর সংস্থার ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় কীভাবে প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা যায়, সেউদ্দেশ্যে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

পুলিশ ফাঁড়ির সার্বিক সহযোগিতায় ও আমিক মধুমিতা প্রকল্পের আয়োজনে ২ নং পুলিশ ফাঁড়ি, টাউন হল মোড়, ময়মনসিংহ সদরে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন- ফাঁড়ি ইনচার্জ জনাব আব্দুল কুদ্দুস। তিনি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য ঢাকা আহছানিয়া মিশন (আমিক) মধুমিতা প্রকল্পের চিকিৎসা সেবার প্রশংসা করে বলেন,'মাদক আমাদের ময়মনসিংহ শহরে যুবসমাজের জন্য একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। তিনি এই সমস্যা দূরীকরণে প্রকল্পের কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সভায় পুলিশ ফাঁড়ির সহকারি কর্মকর্তাসহ ২২ জন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

যতদিন বাঁচব যক্ষ্মা রুখব প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পালিত হলো যক্ষ্মা দিবস

"যতদিন বাঁচব যক্ষা রুখব" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রকল্প গত ২৪ মার্চ '২০১২ যক্ষা দিবস পালন করে। দিবস উপলক্ষে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও ঢাকা ও ময়মনসিংহ সেন্টারে দিবাযত্ন কেন্দ্র ও ইনহাউজ ক্লায়েন্টদের সাথে দুটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় চানখারপুল, ঢাকা সেন্টারের স্পুটাম কালেক্টর জনাব বাবু রায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে যক্ষা রোগের উপর সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করেন। একইভাবে ময়মনসিংহ সেন্টারে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ সেন্টারের ম্যানেজার জনাব মোঃ গোলাম রসুল।

আমিক মধুমিতা প্রকল্পের উদ্যোগে হেল্থ ক্যাম্প গঠন

ঢাকা আহছানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রকল্পের ঢাকা সেন্টারের ২৮ মার্চ ২০১২ উদ্যোগে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাঁনখারপুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি হেল্থ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার জনাব মাহরুফ জাবিন, স্কুল কমিটির সভাপতি, পিএফটি কমিটির সভাপতি, শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীসহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে শিশুদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক আলোচনা করেন আমিক মধুমিতা প্রকল্পের মেডিকেল কনসালটেন্ট জনাব ডাঃ জাহিদ হাসান ও কাউন্সেলর মোঃ আমির হোসেন।

আলোচনা শেষে উপস্থিত অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে প্রেসক্রিপশনসহ ওষুধ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী তাদের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করায়।

কার্যকর মাদক চিকিৎসায় আফটার কেয়ার ও ফলোআপের ভূমিকা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ 'কার্যকর মাদক চিকিৎসায় আফটারকেয়ার ও ফলোআপের ভূমিকা' শীর্ষক একটি ফ্যামিলি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুরে ভর্তিকৃত রোগীদের অভিভাবকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই মিটিং। উক্ত মিটিং এ প্রায় ৪৫ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। মিটিং-এ আলোচক জনাব জাহিদ ইকবাল বলেন, 'আফটার কেয়ার সার্ভিস একজন রিকভারী ব্যক্তির রিল্যাপ্স প্রতিরোধের জন্য নিদের্শক হিসেবে কাজ করে। আফটার কেয়ার সার্ভিস বলতে বুঝায়-কাউন্সেলিং, শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন সেল্পহেল্প গ্রুপের এবং সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত হওয়া। তাই রিকভারী বলতে শুধু মাদকমুক্ত থাকাই বুঝায় না। পাশাপাশি পরিবারের সাথে সম্পর্ক পুনস্থাপন, অপরাধমূলক কাজ থেকে সরে আসা, কাজে মনোনিবেশ করা এবং নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করাও বুঝায়। আর চিকিৎসার পরবর্তী সময়ে এসব কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রাখতে পরিবারের সদস্যরাই বড় সহযোগিতা করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে জনাব ডাঃ আখতারুজ্জামান সেলিম বলেন, একজন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের দায়িত্ব পালন থেকে দূরে থাকেন। তাই চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে পরিবারে তার ভূমিকা বা দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। পাশাপাশি তার কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। স্বাভাবিকভাবে চলা ফেরা করতে সহযোগিতা করতে হবে।

রেস্টুরেন্টসমূহের জন্য ধূমপান মুক্ত নির্দেশিকা তৈরির কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৪র্থ পৃষ্ঠার পর রেস্টুরেন্টসমূহের জন্য ধূমপান...

ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ রেঁস্তোরা মালিক সমিতি যৌথ উদ্যোগে গত ৪ মার্চ 'রেঁস্তোরাসমূহের জন্য ধূমপান মুক্ত নির্দেশিকা তৈরি" বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। আয়োজিত এ কর্মশালাটির মাধ্যমে রেস্টুরেন্ট গুলোতে শতভাগ ধুমপানমুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য ধুমপান মুক্তকরণ বিষয়ক নির্দেশিকার খসড়া তৈরি করা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত বাংলাদেশ রেষ্টুরেন্ট মালিক সমিতির মহাসচিব রেস্টুরেন্টসমূহকে ধূমপানমুক্ত করার জন্য খসড়া নির্দেশিকা নিয়েই কাজ শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নিখুঁত ও নির্ভুল নির্দেশিকা তৈরির আশায় বসে না থেকে খসড়া কপি নিয়ে এখন থেকেই আমাদের কাজ শুরু করা দরকার।

কারণ প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ রেঁস্তোরাতে পরোক্ষ ধুমপানের শিকার হয়। তাই পাবলিক প্লেস হিসেবে রেঁস্তোরাকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন।

ধূমপানের ক্ষতি হ্রাসে "নাগরিক ফোরাম" গঠনের উদ্যোগ

তামাক ও তামাকজাতদ্রব্য সম্পর্কে বলতে গেলে এর অপকারিতা সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যাবে, কিন্তু উপকারিতা বিষয়ে একটিও কথা বলা যাবে না। সবচেয়ে আশংকার কথা, তামাক ব্যবহারকারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। তাই তামাক ও তামাকজাত পণ্য প্রতিরোধ জরুরি হয়ে পড়েছে।

২৮ মার্চ ২০১২ স্টেপ স্টুয়ার্ড স্মোক ফ্রি ঢাকা সিটি প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা-১১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যের তত্ত্বাবধানে গঠিত ধুমপানের ক্ষতি হ্রাসে "নাগরিক ফোরাম" গঠিত হয়। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান খান উপরের কথাগুলো বলেন।

মাননীয় সংসদ সদস্য আরো বলেন, তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও ধুমপান প্রতিরোধে নাগরিক ফোরাম সামাজিক আন্দোলন হিসেবে কাজ করবে। তাই এ ফোরামে সর্বস্তরের বা পেশার মানুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, ফোরামের সদস্যদের কাছ থেকে তামাকজাতদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন ও আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনিদিষ্ট সুপারিশ পেলে তিনি সংসদে তা উপস্থাপন করতে পারবেন।

উদ্বোধনী সভায় ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিড্স এর সমন্বয়কারী জনাব তাইফুর রহমান, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর নির্বাহী পরিচালক জনাব রবার্ট সায়মন গোমেজ এবং এন্টি টোবাকো মিডিয়া এলায়েন্স এর কনভেনর জনাব আবু মোঃ রুহুল আমিন রুশদ বক্তব্য রাখেন।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...
www.amic.org.bd

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা তৈরির আগ্রহ প্রকাশ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য ধূমপান মুক্তকরণ নির্দেশিকা তৈরির বিষয়ে কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। গত ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত 'টোবাকো কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনটিং সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিং' বিষয়ক সভায় এ আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন আয়োজিত সভায় উপস্থিত প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে দেশে মহিলাদের মধ্যেও ধূমপানের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই নীতিমালা তৈরির পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে ধূমপানমুক্ত করতে তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ কনজ্যুমার এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব কাজী ফারুক রাজশাহীর গোদাগাড়ী পৌরসভার ধূমপানমুক্তকরণ গাইডলাইনের কথা উল্লেখ করেন এবং ধূমপানমুক্ত গাইডলাইন তৈরি ও কার্যকর করার জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে উৎসাহিত করেন।

সভায় ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিড্স এর সমন্বয়কারী জনাব তাইফুর রহমান তার উপস্থাপনায় পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের তৈরি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করেন ও ধূমপানমুক্ত বিভিন্ন সিটির উদাহরণ দেন।

যশোর সেন্টারের নিজস্ব ভবনের স্থাপনার কাজ শুরু

হাটি হাটি পা পা করে আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোরে তার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জুলাই ২০১০ সালে যশোরের কাঁঠাল তলা, পুরাতন কসবা এলাকায় ভাড়া বাসায় ৩৫ শয্যা বিশিষ্ট এ কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। সম্প্রতি ভেকুটিয়ায় প্রায় ৮ বিঘা নিজস্ব জমির উপর ৫ তলা ভবনের স্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে। এখানে ৫ তলা ভবন ছাড়াও রোগীদের জন্য খেলার মাঠ এবং মাছ চাষের জন্য ২টি পুকুর থাকবে। এই ভবন নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতা করছে ডাম ইউকে কার্যালয়।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে রিকভারীরা

মাদকমুক্ত এবং সুস্থ জীবন যাপনের জন্য বিশ্বব্যাপী নারকোটিকস এনোনিমাস প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাদকমুক্ত ব্যক্তিরা তাদের জীবনকে গতিশীল এবং মাদকমুক্ত অবস্থাকে দীর্ঘায়িত করে। এই প্রোগ্রামের নানা কার্যক্রমের একটি হলো কনভেনশন। এবারই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এ ধরনের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের আরো ৮টি দেশের রিকভারিরা কক্সবাজারে এই কনভেনশনে মিলিত হন। কনভেনশনের সময়কাল ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের ১১-১৩ তারিখ পর্যন্ত ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুর ও যশোর সেন্টারের দশজন মাদকমুক্ত তরুণ ও স্টাফ উক্ত কনভেনশনে যোগ দেন। কনভেনশনের পাশাপাশি তারা কক্সবাজার সাফারি পার্ক ঘুরে দেখেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে দিনব্যাপি জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এছাড়া এ উপলক্ষে নেয়া হয় বিশেষ কিছু কর্মসূচি। যেমন- দেয়ালিকা প্রকাশ, প্রীতি ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টন ম্যাচ ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। গৌরবের ৬০ বছর নামে তৈরি দেয়ালিকাটিতে চিকিৎসারত রোগীদের সম্পাদনায় কবিতা, ছড়াও কৌতুক প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যায় চিকিৎসারত রোগীদের রচনা ও নির্দেশনায় ভাষা আন্দোলনের উপর একটি বিশেষ নাটিকা পরিবেশিত হয়। এই দিন সেন্টারে বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়।

গাজীপুর কেন্দ্রে স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে দিনটির সূচনা করা হয় । দিনব্যাপি অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই দিন সেন্টারে বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়।

নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান রিকভারী সিম্পোজিয়াম-এ আমিক এর যোগদান

কলম্বো প্লান ড্রাগ এডভাইজরি প্রোগ্রাম ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর রিকভারী অর্থাৎ মাদকমুক্ত সুস্থ ব্যক্তি এবং সেবা প্রদানকারী ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে "এশিয়ান রিকভারী সিম্পোজিয়াম" অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। এবারের সিম্পোজিয়ামের স্বাগতিক দেশ ছিল ভারত। এটি ছিল ৬ষ্ঠতম "এশিয়ান রিকভারি সিম্পোজিয়াম। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৩১টি দেশ এই সিম্পোজিয়ামে অংশ নেয়। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল "Recovery Everyone Benefits"। এই সিম্পোজিয়াম দিল্লিতে ১৬ থেকে ১৮ জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। আমিক,ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে কর্মরত তিনজন প্রতিনিধি শেখর ব্যানার্জী, জাহিদ ইকবাল ও মীর সাইফুল আলম উক্ত সিম্পোজিয়ামে যোগদান করেন।

ইউএন কমিশন অন নারকোটিস্ ড্রাগস্ (সিএনডি)-এর ৫৫তম সভায় যোগদান

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে ইউএনওডিসি-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গত ১২-১৬ মার্চ ২০১২ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলে ইউএন কমিশন অন নারকোটিস্ ড্রাগস্ (সিএনডি)-এর ৫৫তম সভা। সিএনডির ৫৫তম সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম যোগদান করেন। সিএনডির সভার পাশাপশি ভিয়েনা এনজিও কমিটি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সাইট ইভেন্ট-এ অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাকিস্থানের মাদক ও এইচআইভি নিয়ে আয়োজিত সভা, ইউএনওডিসির নির্বাহী পরিচালকের সাথে আয়োজিত ইনফরমাল মিটিং ইত্যাদি।

ব্যাংকক-এ অনুষ্ঠিত এ্যাডিকশন প্রফেশনালদের আঞ্চলিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে গত ২ থেকে ১০ জানুয়ারি ২০১২ এ্যাডিকশন প্রফেশনালদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দি কলম্বো প্ল্যানের প্রস্তুতকৃত ৯টি মাদক বিরোধী কারিকুলামের মধ্যে ১নং কারিকুলাম ও ২নং কারিকুলামের ওপর এই প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের আর্থিক সহযোগিতায় 'দি কলম্বো প্ল্যান এশিয়ান সেন্টার ফর সার্টিফিকেশন এন্ড এডুকেশন অফ এ্যাডিকশন প্রফেশনাল' এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীরা পরবর্তীতে আরো দু'টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। ৯টি কারিকুলামের উপর প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয়া হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দি কলম্বো প্ল্যান আঞ্চলিক প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণে আফগানিস্থান, ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, উজবেকিস্থান, শ্রীলংকা, ভুটান, মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ থেকে মোট ১৫ জন অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশ থেকে আমিক এর সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ ওই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

নেতৃত্ব ও সহযোগিতার নব দিগন্তে আমরাই পথিকৃৎ

শিক্ষা বীমার মাধ্যমে

মোহরানা বীমা দাবী পরিশোধের মাধ্যমে

মেয়াদ উত্তীর্ণ দাবী লাভসহ প্রদানের মাধ্যমে

আমাদের প্রকল্প সমূহ

ক্ষুদ্র বীমা	একক বীমা
আল-আমিন বীমা	একক বীমা
জনপ্রিয় বীমা	ইসলামী বীমা (তাকাফুল)
ইসলামী ডিপিএস	আল-বারাকাহ্ ইসলামী বীমা
আল-বারাকাহ্ ইসলামী ডিপিএস	জনপ্রিয় একক বীমা
পপুলার ডিপিএস	আল-আমিন একক বীমা
	ইসলামী ডিপিএস একক বীমা

জীবন বীমা শিল্পে বিশ্বস্ত নাম

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

ফিলিপাইনের রিকভারীকে হোপক্লাব-এর পক্ষ থেকে টি শার্ট উপহার

আমিক গাজীপুর সেন্টারে চিকিৎসা পাওয়া সুস্থ মাদকমুক্ত তরুণদের নিয়ে গঠিত ক্লাবের নাম 'হোপক্লাব'। এ ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের সুস্থতার জন্য এবং গতিশীল জীবনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

তারই ধারাবাহিকতায় গত জানুয়ারি মাসের ১৬-১৮ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এশিয়ান রিকভারী সিম্পোজিয়ামে আগত রিকোভারীদের সাথে হোপক্লাবের একটি মত-বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল রিকোভারী কাউন্ট ডাউন। যেখানে মাদকমুক্ত সুস্থ ব্যক্তিরা তাদের সুস্থ জীবনের সময় উল্লেখ করে। সেই অনুযায়ী সর্বোচ্চ সুস্থতার বয়স ছিল ৩১ বছর। তিনি হলেন ফিলিপাইনের অধিবাসী জনাব ক্যাস্টিলো। তাকে তার সুস্থতার জন্য আমিক হোপক্লাবের পক্ষ থেকে বিশেষ টি শার্ট উপহার দেয়া হয়।

কারা-কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ২০১২ গাজীপুর জেলা- কারাগার এবং ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা কর্মকর্তা ও কারারক্ষীদের মাঝে ২ দিনব্যাপি এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো কারা কর্মকর্তা ও কারারক্ষীরা যাতে বন্দিদের মাঝে সঠিক তথ্য প্রদান করে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারেন। প্রশিক্ষণে এইচ আইভি এবং এইডস, মাদক, যক্ষা এবং হেপাটাইটিস বি ও সি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

কারাগার কর্মকর্তা ও কারারক্ষীদের সাথে মতবিনিময় সভা

গত ২৩ জানুয়ারি ২০১২ গাজীপুর জেলা কারাগারে কারা কর্মকর্তা ও কারারক্ষীদের সাথে নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা কারাগারের জেলার মোঃ সিরাজুল ইসলাম। ২৫ জন কারাকর্মকর্তা ও কারারক্ষী ছাড়াও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর প্রোগ্রাম অফিসার শামসুন নাহার,সাইট অফিসার নূরজাহান খাতুন সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে এই কর্মসূচিকে আরো গতিশীল এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।

তামাক অথবা স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে আমিকের উপস্থাপনা

গত ২০-২৫ মার্চ ২০১২ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ১৫তম তামাক অথবা স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক (আমিক) ইকবাল মাসুদ যোগদান করেন। তিনি ২২ মার্চ তামাকজাত সামগ্রীর মোড়কে সচিত্র সতর্কীকরণ বাণীর উপর একটি গবেষণা রিপোর্ট উপস্থাপন এবং ২৩ মার্চ জনসচেতনতার মাধ্যমে আইন ও নীতি পরিবর্তন সম্পর্কে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অভিজ্ঞতা উপস্থাপনা করেন।

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)

আমিক, বাড়ি- ৩/ডি, সড়ক-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কাঁটাবন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬ ই-মেইল: info@amic.org.bd, Web: www.amic.org.bd